রবার্ট ই. হাওয়ার্ড

অদ্বিতীয়
কোনান
১

ভাষান্তর
সায়ক দত্তচৌধুরী ও রনিন

মন্ত্রাজ

মুখবন্ধ

বিশ্বসাহিত্যে আধুনিক ফ্যান্টাসি ধারার জনক কে?

পাঠক মহলে এমন প্রশ্ন করলে একটাই উত্তর আজকাল সমুদ্রের গর্জনের মতো ধেয়ে আসে— 'জন রেনাল্ড রুয়েল টোলকিন' ছাড়া আবার কে? খুদে পাঠকদের জন্য তাঁর প্রথম প্রকাশিত কল্পগল্পের বই "হবিট", সে বইয়ের দুনিয়াজোড়া সুখ্যাতিই পরবর্তীকালে ফিরে এল "দ্য লর্ড অব দ্য রিংস" নামের সুবৃহৎ ফ্যান্টাসি কাহিনির দুর্দান্ত সাফল্যের রূপ নিয়ে। আস্ত নতুন জগৎ, চিত্র বিচিত্র জীবজন্তু, কল্পনার রঙে রঙিন আশ্চর্য মায়াময় এক আখ্যান— দু-মলাটে বন্দি হয়ে একেবারে এসে পড়ল পাঠকের দু-হাতের মধ্যে। তবে এই কল্পকাহিনির সাফল্যে অনেকটাই ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন আরেকজন শব্দশিল্পী। নাম তাঁর রবার্ট এরভিন হাওয়ার্ড। মার্কিন লেখক। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর রচিত "স্পিয়ার অ্যান্ড ফ্যাং" নামের গল্পটি জায়গা করে নিয়েছিল 'উইয়ার্ড টেলস' নামের জগদ্বিখ্যাত পত্রিকার পাতায়। সময়টা ১৯২৪ সাল। রবার্ট নামের সেই ছোকরার মাথায় তখন সাহিত্যিক হবার ভূত চেপেছে। তবে তাঁর গল্পে গতানুগতিক পৃথিবীর হাসি-কান্না তেমন একটা জায়গা পেল না। আধুনিক পৃথিবীর বুকে গড়ে ওঠা ঝকঝকে সভ্যতার নানা বেহিসাবি অসভ্য কাণ্ডকারখানায় বিরক্ত তরুণ ততদিনে নিজের পছন্দমতো এক নতুন দুনিয়া গড়ে ফেলেছেন মনের মণিকোঠায়। সে দুনিয়ার আলাদা ভূগোল, আলাদা ইতিহাস। সেই দেশ কালের প্রেক্ষাপটে জন্ম নিয়েছে এক অত্যাশ্চর্য কিংবদন্তি যোদ্ধা। কোনান তার নাম। সে বলশালী, সাহসী। সহজে সে ভয় পায় না, ভয় পেলেও দু-হাতে ধরা তরবারি নিয়ে সে ছুটে যায় ভয়কে জয় করতে। তার প্রতিটি পদক্ষেপে বিপদের আস্ফালন, প্রতিটি মুহূর্তে সে শুধু বেঁচে থাকার সংগ্রামে ব্যস্ত। সে সংঘাতই তাকে একের পর এক অভিযানে ঠেলে দেয় বছরের পর বছর। ভবঘুরের মতন সে শুধু ঘুরে বেড়ায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে। পালটায় পেশা। সমাজের নীচু শ্রেণীর মানুষরাই তার বন্ধু, সহযোদ্ধা। তার প্রতিটি অভিযানে অজস্র বাধাবিঘ্ন, তার যাত্রাপথ শত্রুর রুধিরে রাঙা। এ হেন খুনি, অসভ্য, অপরাধী একজন যুবককে 'নায়ক' তকমা দেওয়া গেল না বটে তবে কল্পনাপ্রেমী পাঠকরা কিন্তু সেই আশ্চর্য বদরাগী, বর্বর, খুনে কোনানের গল্প বারেবারে পড়তে চাইলেন। ফলস্বরূপ রবার্ট একের পর এক গল্প লিখলেন তাকে নিয়ে।

শুরু হল 'আধুনিক' ফ্যান্টাসি ধারার জয়যাত্রা। সেই জয়যাত্রাকে পরবর্তীকালে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন টোলকিন, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিধা বা দ্বিরুক্তি করার সুযোগ নেই মোটেই।

রবার্ট ই. হাওয়ার্ড যে ঘরানাকে এত জনপ্রিয় করে গেলেন, সেই ঘরানার স্বাদ বাংলার পাঠককুল পাবেন না, তাই কখনো হয়? কল্পবিশ্ব শুরুর বহুদিন ধরেই বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সব মণিমুক্তোকে বাংলার আপামর বই প্রেমীদের হাতে তুলে দিতে দৃঢ়সংকল্প। সেই অভ্যাস বজায় রেখেই তাই কোনানকে অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া গেল সম্পাদকমণ্ডলীর তরফ থেকে। মূল রচনার "সম্পূর্ণ" ও "পূর্ণাঙ্গ" অনুবাদ যাতে হয়, লেখকের ভাষা ও ভাবনার ঐশ্বর্য যাতে ভাষান্তরের প্রক্রিয়ায় লঘু না হয়ে যায়— সম্পাদকমণ্ডলীর তরফ থেকে সে ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। আরেকটি কথা এই সুযোগে বলে রাখা জরুরি। হাওয়ার্ড নিজেই কোনানের গল্পে কোনো 'ক্রনোলজি' বা সময়ক্রম উল্লেখ করেননি। তাঁর মতে, প্রতিটি কাহিনি নতুন, একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। সে কারণেই গল্পগুলিকে লিপিবদ্ধ করার সময় আমরাও সামান্য স্বাধীনতা নিয়েছি। তবে প্রতিটি কাহিনির সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রথম আবির্ভাবকাল। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য সে তথ্য আশা করি ফলপ্রদ হবে। প্রতিটি কাহিনির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে প্রথম প্রকাশের সময়কার সচিত্র অলংকরণ, যোগ করা হয়েছে হাইবোরিয়ার কাল্পনিক ম্যাপও।

দেশ, কাল আর ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে কোনানের আখ্যান পৌঁছে গিয়েছে দেশে-বিদেশে। সে গল্পসূত্র ধার করে প্যাস্টিশে যেমন লেখা হয়েছে তেমনি কোনানকে সেলুলয়েডের বুকে প্রাণ দিয়েছেন আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের মতন বিখ্যাত অভিনেতাও। মার্ভেল কমিক্সের পাতাতেও কোনানের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল জনতার দাবি মেনেই। বিশ্বসাহিত্যের এমন একটি বিখ্যাত সৃষ্টিকে বাংলার পুস্তকপ্রেমীদের হাতে তুলে দেবার এই প্রচেষ্টা আশা করি পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদর পাবে।

ধন্যবাদান্তে,
সম্পাদকমণ্ডলী

সূচিপত্র

সিমেরিয়া	১৩
তুষার-দানবের কন্যা	১৫
মাতঙ্গ মিনার	২৭
প্রাসাদের দুর্বৃত্তরা	৫৭
কুম্ভের দেবতা	৮৭
প্রেত জাদুকরের আখ্যান	১১৬
কৃষ্ণ উপকূলের সম্রাজ্ঞী	১৬৭
করাল ছায়ার কবলে	২০৪

'তবে শুনুন রাজকুমার, সে-এক যুগ ছিল। অনেক অনেক বছর আগে, যখন আটলান্টিস প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্রের নীচে তলিয়ে গেছে, অথচ আর্যরা সারা পৃথিবীতে নতুন নতুন সভ্যতার পত্তন শুরু করেনি, কল্পনার অতীত, আশ্চর্যজনক জ্ঞান আর বৈভবে মোড়া বহু সভ্যতা ও নগরী, নিশীথ আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো নানা দিকে ছড়িয়ে ছিল। নেমেডিয়া, ওফির, ব্রিথুনিয়া, হাইপারবোরিয়া, কালো চুলের সুন্দরীদের জামোরা, যার গগনচুম্বী মিনারগুলোতে রহস্যময় জাদুকর আর অদ্ভুত উর্ণনাভদের সহাবস্থান ছিল; মহাবীর সিংহহৃদয়দের বাসভূমি জিঙ্গারা, শেমের দিগন্তবিস্তৃত সবুজ তৃণভূমির সংলগ্ন কথ, অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাধি ক্ষেত্রের স্টিজিয়া; হারকিনিয়া, যার অশ্বারোহী যোদ্ধাবাহিনী চোখধাঁধানো ইস্পাত, সোনা আর রেশমের বর্ম পরত, এমন আরও অনেক দেশ ছিল তখন। কিন্তু সবচেয়ে সমৃদ্ধ, শক্তিশালী দেশ ছিল অ্যাকুলোনিয়া। শাসক, গর্বিত অ্যাকুলোনিয়া। পশ্চিমের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এই পটভূমিতে আবির্ভূত হল কোনান। কৃষ্ণ কেশ, তামাটে বরণ, রাগ ও বিষণ্ণতা মাখা চোখের অধিকারী কোনান। দীর্ঘ তরবারি হাতে এক বর্বর, তস্কর, লুণ্ঠনকারী, সংহারক, সীমাহীন বিষাদ ও উল্লাসের প্রতিমূর্তি; তার জানু অবধি ফিতে জড়ানো পাদুকার নীচে সকল সিংহাসনকে পদানত করবে বলে সিমেরিয়া থেকে সে এল।'

—নেমিডিয় উপাখ্যান।

তুষার-দানবের কন্যা
(The Frost-Giant's Daughter)

তরবারির ঝনঝনানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। বধ্যভূমির তীক্ষ্ণ চিৎকার কেউ যেন টুঁটি টিপে থামিয়ে দিয়েছিল। নিঃঝুম নিস্তব্ধতায় ডুবে গিয়েছিল রক্ত-রাঙা তুষার প্রান্তর। সূর্যের প্রখর অথচ ফ্যাকাশে আলোকরশ্মি হিমেল প্রান্তরে এমন ঝকমক করছিল যেন চোখে ধাঁধা লেগে যাবে। সেই আলোর দ্যুতি ভূমিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধাতুর বর্ম আর শিরস্ত্রাণের পেলব শরীরে ধাক্কা খেয়ে রুপোলি আভায় পরিণত হচ্ছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল। নিষ্প্রাণ হাতের মুঠোয় ধরা ছিল তরবারির ভাঙা হাতল, শিরস্ত্রাণে মোড়া ছিন্ন-মুণ্ড পিছনের দিকে ঝুঁকে ছিল মৃত্যুর বেদনাময় অভিব্যক্তি মুখে ঝুলিয়ে, লাল দাড়ি আর সোনালি দাড়ি ঘাড় কাত করে এমন করে ঊর্ধ্বমুখে চেয়েছিল যেন ওরা যোদ্ধা জনজাতির ঈশ্বর ইয়ামিরকে আবাহন করছে শেষ বারের জন্য।

রক্তস্রোত আর ইস্পাতে মোড়া অবয়বগুলোকে পেরিয়ে গেলেই ওদের দু-জনকে দেখা গেল। পরস্পরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওরা। স্তব্ধ দিক চরাচর। একমাত্র ওরা দু-জন ছাড়া। ওদের মাথায় জমাট বাঁধা অখণ্ড আকাশ, সীমাহীন সমতল ওদের রঙ্গমঞ্চ আর ওদের পায়ের নীচে মৃতদেহের স্তূপ। পরলোকের অন্ধকারে প্রেতরা যেমন নিঃশব্দে চলে ফিরে বেড়ায় ঠিক তেমনি নীরবে ওরা দু-জনে মৃতদেহের ভিড় কাটিয়ে একে অপরের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

দু-জনই দীর্ঘদেহী। বাঘের মতন গড়ন। ওদের হাতে ঢাল নেই। কবচ আঘাত লাঞ্ছিত। বর্মের গায়ে শুকনো রক্তের জমাট মলিন দাগ। তরবারির ফলাও শোণিত-রাঙা। মাথায় যে শিং-ওয়ালা শিরস্ত্রাণ, অক্ষত নেই সেটাও।

ওদের মধ্যে প্রথমজনার গোঁফ দাড়ি নেই, চুলের রং কালো। দ্বিতীয়জনের দাড়ি রক্তমাখা প্রান্তরের মতোই লালচে।

দ্বিতীয়জন বলে উঠল অবশেষে, 'যোদ্ধা, তোমার নাম কী? ভ্যানহেইম-এ অপেক্ষারত

ভাইরা-ও জানুক, উক্ষহিয়ার দলের শেষ কোন যোদ্ধা হিমডালের তরবারির সামনে মাথা নত করেছিল—'

কালো চুলের যোদ্ধা গর্জে উঠল, 'ভ্যানহেইমে নয়, ওটা হবে ভ্যালহালা। ওখানেই তোর ভাইদের বলিস সিমেরিয়া-র কোনানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল তোর—'

হিমডাল গর্জে উঠল। ঝাঁপ দিল সম্মুখপানে। তার হাতে ধরা তরবারিটি বাতাসে ঝলসে উঠল ভয়ানক অর্ধবৃত্তাকার কোপে। কোনানের শরীর টলে গিয়েছিল একটু। তরবারির ডগাটা সেই সুযোগে তার শিরস্ত্রাণে নীল রঙের কয়েকটা আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে গেল। আর তাতেই চোখে সর্ষে ফুল দেখছিল কোনান। কোনান ঘুরে যাবার আগেই অবশ্য চওড়া কাঁধের সমস্ত শক্তি দিয়ে তরবারির ধাক্কা মেরেছিল আগন্তুক তরবারির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা শত্রুকে লক্ষ্য করে। ধারালো ধাতব ফলাটা লাল দাড়ি-ওয়ালা যোদ্ধার পেতলের আবরণ, হাড়, হৃৎপিণ্ড— সবকিছু ভেদ করে বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। কোনানের পায়ের কাছে পড়ে রইল তার প্রাণহীন দেহখানা।

সিমেরিয়ার যোদ্ধা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তরবারিটাকে তুলে ধরারও যেন ক্ষমতা নেই তার। শরীর যেন ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। তুষারে প্রতিফলিত সূর্য-কিরণ যেন ছুরির ফলের মতন বিঁধছিল তার চোখে। আকাশটা যেন হঠাৎ করে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ক্ষয়ে গেছে বিলকুল। যেখানে হলদে দাড়িওয়ালা মৃতেরা জড়াজড়ি করে পড়েছিল লাল চুলধারী হত্যাকারীদের সঙ্গে, কোনান পায়ে পায়ে পেরিয়ে এল সেই রক্তাক্ত প্রান্তর। কয়েক পা এগিয়েছে সে, অমনি হঠাৎ করে তীক্ষ্ণ আলোর ঝলকানি যেন ঝাপসা হয়ে গেল বেমালুম। অন্ধকার ঘনিয়ে এল তার চোখে। তুষারের ওপর ঝুঁকে পড়ল কোনান। এক হাতের কবচে ভর দিয়ে কোনোক্রমে পতন রোধ করে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল সে। যেমন সিংহেরা কেশর দোলায় ঠিক তেমনি করে। যেন চোখের অন্ধকারকে জোর করে দূরে সরিয়ে দিতে চাইল।

এমন সময় হঠাৎ মায়াবী রুপোলি হাসির শব্দে কোনানের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল ঝট করে। চোখের সামনে ঘনিয়ে আসা আলো-আঁধারির মেঘটা হালকা হয়ে যেতে শুরু করল যেন। চোখ তুলে চাইল কোনান। জগৎ চরাচর যেন সহসা রূপ বদলে ফেলছে এক লহমায়। কী এক আশ্চর্য রঙের প্রলেপ আকাশ আর মাটির গায়ে— সে বুঝে উঠতে পারছিল না। বেশি কিছু ভাবার সময়ও সে পায়নি। তার দৃষ্টির সামনে বাতাসে আন্দোলিত চারাগাছের মতন দাঁড়িয়ে ছিল একজন যুবতী।

কোনানের আচ্ছন্ন দৃষ্টি বলছিল মেয়েটির শরীর যেন গজদন্তে মোড়া। তার চোখের সামনে যে সামান্য ধোঁয়াশার জাল ছিল সেটুকু বাদ দিলে মেয়েটির দেহবল্লরী ছিল

মাতঙ্গ মিনার

(The Tower of the Elephant)

মশালের আলোগুলো খানিকটা কুণ্ঠিত, অস্পষ্টভাবে মওলের আনন্দ উৎসবকে আলোকিত করার চেষ্টা করছিল। মওলে রাত্রি ঘনালে প্রাচ্যের দুর্বৃত্তরা এমন উৎসবের আয়োজন করে। এ সেই নগরী, যেখানে প্রতি নিশীথে দস্যুরা নিজেদের খুশিমতো ফুর্তিতে, সোল্লাসে মেতে ওঠে। কারণ ভীরু, সৎ, সাধারণ নাগরিকরা হয় বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে নয়তো রাত্রিবেলা তারা তাদের গৃহদ্বার ভিতর থেকে ভালোভাবে রুদ্ধ করে রাখে। নগররক্ষীদের হাতে গুঁজে দেওয়া হয় যথেষ্ট পরিমাণে চকচকে রৌপ্য মুদ্রা, যাতে তারা এমন আনন্দে কোনোরকম বাধা সৃষ্টি না করে। এখানে রাতের বেলায় ক্ষতবিক্ষত, যেখানে-সেখানে নোংরা জল জমা, কাঁচা পথে, গর্বিত মোরগের ভঙ্গিতে, টালমাটাল পায়ে, বেসুরো গান গাইতে গাইতে মাতালেরা ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকার, সরু গলি পথে, এখানে-ওখানে ঝলসে ওঠে ইস্পাত। ক্ষুধার্ত নেকড়েরা শিকার করে দুর্বল নেকড়েদের। আঁধার চিরে শোনা যায় রমণীদের তীক্ষ্ণ খিলখিল হাসি, ধস্তাধস্তি আর বিবাদের আওয়াজ। ভাঙা জানালা আর খোলা দরজা থেকে পড়া তেরছা বিবর্ণ পাণ্ডুর আলো যেন চেটে খেতে চায় অমানিশাকে। সেই সব দরজার সামনে দাঁড়ালে নাকে ধাক্কা মারে সুরা আর ঘামের মিশ্রিত কটু গন্ধ। ভেতর থেকে ভেসে আসে সুরাপাত্রের ঝনঝনানি, পোক্ত টেবিলের ওপর শক্ত মুঠো চাপড়ানোর আওয়াজ আর অশ্লীল গানের কলি।

এইসব অনুচ্চ ধোঁয়াভরা ফুর্তির আগারে যাবতীয় দুষ্কৃতিরা জড়ো হয়। এখানে দেখা যায় ধূর্ত পকেটমার, লোভী অপহরণকারী, দ্রুত অঙ্গুলিচালনে দক্ষ তস্কর, বলশালী ভাগ্যান্বেষী আর তাদের সঙ্গে লতার মতো জড়িয়ে থাকা লাস্যময়ী, ভগ্ন স্বরের, উজ্জ্বল রঙের ঝলমলে পোশাক পরা কামিনীদের। যদিও এখানে স্থানীয় দুষ্কৃতিদেরই সংখ্যা বেশি। এরা হল কোমরে ছুরি ও হৃদয়ে গরল ভরা তামাটে বর্ণের কালো চোখের অধিকারী জামোরার দস্যু। কিন্তু একটু নজর করলেই এই পানশালায় অন্তত আধডজন

বিদেশি নেকড়েদেরও দেখা যাবে। ওই যে একজন বিশালাকৃতির বিশ্বাসঘাতক হাইপারবোরিয়ান। শান্ত অথচ মারাত্মক। কোমর থেকে ঝুলছে চওড়া ফলার প্রায় খড়্গের মতো এক বিরাট তরবারি। তাতে অবশ্য অসুবিধার কিছু নেই। মওলে পুরুষেরা খোলা তরবারি ঝুলিয়ে ঘুরতেই পারে। আরেকজন হল জালিয়াতিতে পোক্ত শেমিটিক জোচ্চর। নাকটা বঁড়শির মতো বাঁকা, দাড়ির রং ঘন নীলচে কালো। লালচে চুলের একজন গান্ডারম্যানকেও দেখা যাচ্ছে। সে হল পরাজিত সৈন্যদলের দলত্যাগী ও আপাতত ভ্রাম্যমান এক যোদ্ধা। তার উরুর ওপর বসে রয়েছে দীর্ঘ আঁখি আর উদ্ধত যৌবনের অধিকারিণী এক ব্রিথুনিয় বারবনিতা।

আর আছে একটা মোটকা কুৎসিত অহংকারী অপহরণকারী। সে নাকি সুদূর কথ থেকে এসেছে জামোরিয়দের নারী অপহরণ ও পাচারের শিক্ষা দিতে। আপাতত তার কথাবার্তা শুনে আর কাণ্ডকারখানা দেখে চারদিকে হাসির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বেচারার ধারণা নেই, এ বিদ্যেটা স্থানীয়রা এত বেশি জানে যে সারা জীবনের চেষ্টাতেও সে তাদের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারবে না।

লোকটা সামনে রাখা ফেনায়িত মদিরার বিরাট পাত্রটায় চুমুক দেওয়ার জন্য বকবকানি থামাল। এতক্ষণ সে তার শিকারের সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল। পানীয়ের বেশির ভাগটা ঢকঢক করে গিলে নিজের মোটা ঠোঁট থেকে ফেনা মুছে সে বলল, 'দস্যুদেব বেলের দিব্যি, আমি দেখিয়ে দেব কীভাবে সুন্দরীদের চুরি করতে হয়। ভোর হওয়ার আগেই আমি ওকে নিয়ে জামোরিয়ার সীমানা পার হয়ে যাব আর সেখানে আমাদের জন্যে একটা ক্যারাভান অপেক্ষা করবে। ব্রিথুনিয়ার একটা উঁচু বংশের সুন্দরী মেয়ের জন্যে ওফিরের এক কাউন্ট আমাকে তিনশো রুপোর মুদ্রা দেবে বলেছে। এমন একটা মেয়ে খুঁজে বের করার জন্য আমাকে অনেক সপ্তাহ ভিখিরির ছদ্মবেশে সীমান্ত প্রদেশগুলোয় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটাকে খুঁজে পেয়েছি। একেবারে ফাটাফাটি জিনিস।' সে হাওয়ায় একটা চুমু ছুড়ে দিয়ে বলল, 'আমি শেমের এমন প্রভুদের চিনি যারা এ জিনিস পাওয়ার জন্য আমার কাছে মাতং মিনারের রহস্য পর্যন্ত ফাঁস করে দেবে।' সে আবার তার পানীয়তে মুখ ডোবাল।

হঠাৎ জামার হাতায় একটা আলতো টানের ফলে পান করা বন্ধ করে সে তার মাথাটা ঘোরাল। দেখল লম্বা, অসম্ভব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক যুবক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যুবকটিকে যেন এখানে একঝাঁক নোংরা ইঁদুরের মধ্যে এক ধূসর নেকড়ের মতো বেমানান লাগছিল। তার সস্তা আধহাতা খাটো জামা তার বিশাল কাঠামো, পেশির উচ্ছাস, প্রশস্ত বুক, চওড়া কাঁধ, শক্তিশালী বাহু আর সরু কোমরকে ঠিকমতো ঢেকে

বলবে, 'ইয়াগ কোষা তোমার জন্যে শেষ উপহার আর শেষ জাদুবিদ্যা পাঠিয়েছে।' তারপর যত দ্রুত সম্ভব এই মিনার ত্যাগ কোরো। ভয় পেয়ো না, কোনো বাধা আর তোমার সামনে উপস্থিত হবে না। ইয়াগের জীবন যেমন মানব জীবনের মতো নয়, ইয়াগের মৃত্যুও মানবের মরণের মতো হয় না। আমাকে এই ভঙ্গ রক্তমাংসের খাঁচা থেকে মুক্তি দাও, তাহলেই আমি আবার প্রভাত সূর্যালোকের মুকুট পরে, ওড়ার জন্য সুঠাম ডানার, নৃত্যের জন্য সবল পায়ের আর চূর্ণ করার জন্য শক্তিশালী হাতের অধিকারী হয়ে ইয়াগের ইয়োগাতে পরিণত হব।'

দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে কোনান তার দিকে এগিয়ে গেল, আর তা বুঝতে পেরেই বোধহয় ইয়াগ কোষা বা ইয়োগা জানিয়ে দিল ঠিক কোথায় তাকে আঘাত হানতে হবে। দাঁতে দাঁত চেপে কোনান তার তরবারি গভীরে প্রোথিত করল। রক্তে তার হাত, তরবারি

খুলে ফেলল। ঘরে ঢুকে পাল্লাদুটো বন্ধ করে সে বিশ্বাসঘাতিনীটির মুখোমুখি হল।

পতিতাটি দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে আলুথালু বিছানার ওপর বসে ছিল। কোনানকে দেখে সে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে ফ্যাকাশে মুখে তার দিকে চেয়ে রইল। সে আগেই আর্ত চিৎকারটা শুনেছিল, আর এখন দেখল কোনানের হাতে ধরা লম্বা ছোরাটা থেকে টপটপ করে লাল রক্ত ঝরে পড়ছে। যা বোঝার সে ঠিকই বুঝতে পারল, কিন্তু প্রবল আতঙ্কের ফলে নিহত প্রেমিকের জন্য শোক প্রকাশ করার মতো অবস্থায় সে ছিল না। সে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বারবার নিজের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগল। কোনান কোনো কথা না বলে জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিজের হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ছোরাটার ধার পরীক্ষা করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত পর সে ঘরটা পার করে বিছানার সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি তখন

কুম্ভের দেবতা
(The God in the Bowl)

আরাস শিউরে উঠে থমকে গেল। প্রতিবর্ত ক্রিয়াতেই তার হাত আঁকড়ে ধরল ক্রুশ ধনুকটাকে। স্থির চোখে সে চেয়ে রইল সামনের চকচকে মেঝের ওপর ওলটপালট হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহটার দিকে। সে নৈশ প্রহরী। ভীতু নয়। কিন্তু গভীর রাতে এমন থমথমে নির্জন স্থানে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া খুবই অস্বস্তিকর। সে টের পেল তার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

সে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক দীর্ঘ দরদালানে, যার দু-পাশের টানা পাথরের দেয়ালে পরপর সার দেওয়া কুলুঙ্গিতে রাখা রূপার বাতিদানগুলোতে বড়ো বড়ো মোমবাতি জ্বলছে। দেয়ালের বেশির ভাগ অংশই ছাদ থেকে টাঙানো ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ভেলভেটের পরদায় ঢাকা। দুটি পরদার মাঝে যেটুকু দেয়াল দেখা যায় তাতে ঝোলানো রয়েছে বিরাট বিরাট ঢাল, গুনচিহ্নের মতো করে রাখা দীর্ঘ তরবারি, আরও নানা আকৃতির বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র। আবলুশ কাঠের পালিশ করা কালো চকচকে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথর, ব্রোঞ্জ, দামি কাঠ এমনকী রুপো দিয়ে তৈরি বেশ কিছু অদ্ভুত দর্শন দেবদেবীর মূর্তি।

তার গা শিরশির করে উঠল। মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটা হিমেল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বেশ কয়েক মাস হল সে এখানে কাজ করছে, তবু জায়গাটা সম্বন্ধে তার মনে যে অস্বস্তি আর বিরূপতা প্রথম দর্শনে তৈরি হয়ে ছিল, তা এখনো দূর হয়নি। এটাকে একটা জাদুঘর আর মন্দিরের সংমিশ্রণ বলা চলে। এমন মন্দির, যেখানে ঢুকলে ভক্তিভাবের চেয়ে ভয় জাগে বেশি। লোকে একে কালিয়ান পাব্লিকোর মন্দির বলে ডাকে। সারা পৃথিবী থেকে যত উদ্ভট, আশ্চর্যজনক, ভয়াবহ জিনিসপত্রের যেন সমাহার হয়েছে এখানে। আর এখন তার সামনে মেঝের ওপর তেড়াবেঁকা হয়ে পড়ে রয়েছে যে মৃতদেহটা, চিনতে কষ্ট হলেও, নিঃসন্দেহে তা এই দেউলের ধনী ও ক্ষমতাবান মালিকটির।

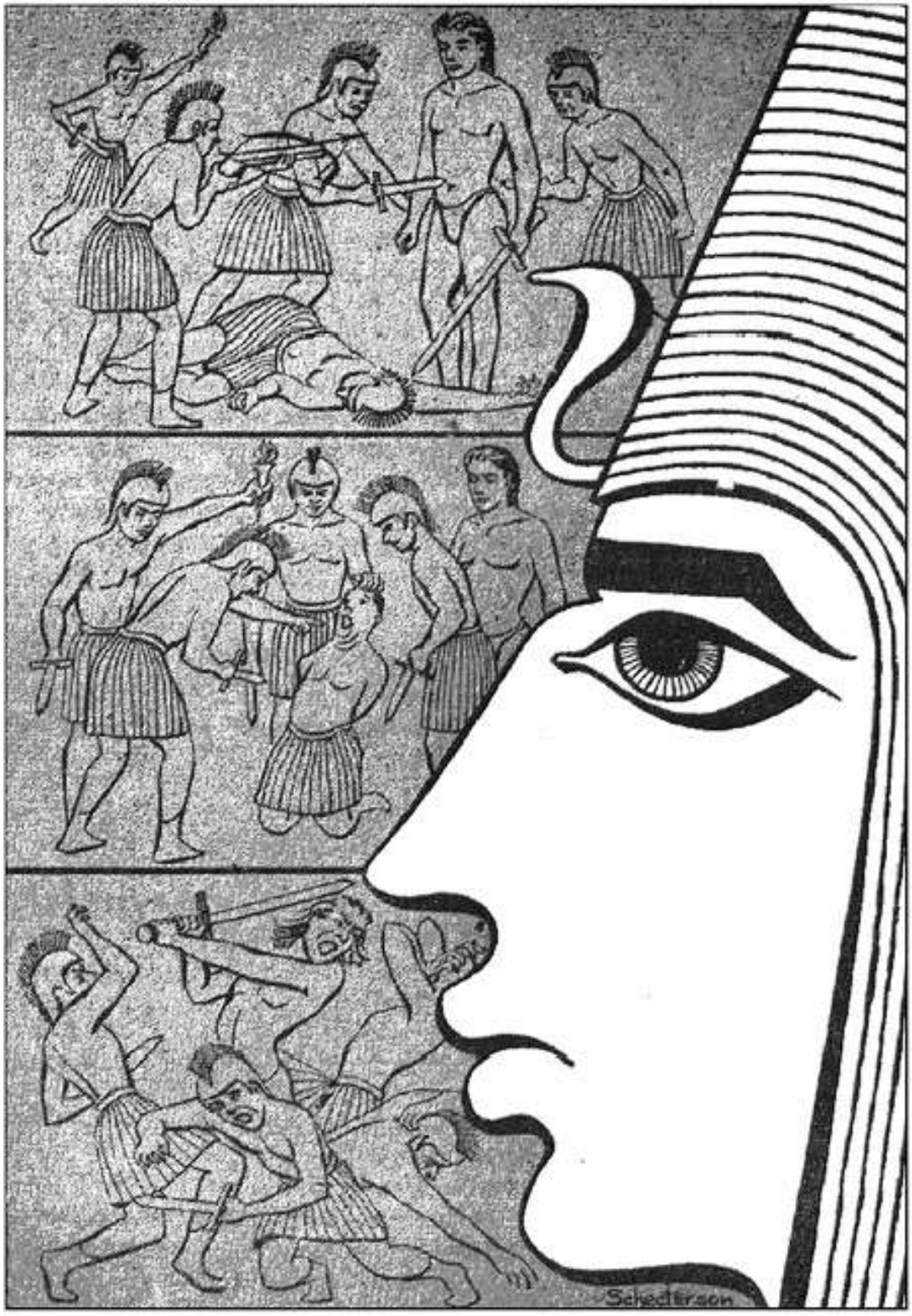

১৯৫২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত 'স্পেস সায়েন্স ফিক্সন' পত্রিকার অলংকরণ

প্রেত জাদুকরের আখ্যান
(Black Colossus)

১

রহস্যময় কুথচেমেসের ভগ্নস্তূপে শতাব্দীপ্রাচীন নৈশব্দের রাজত্ব। তবে নৈশব্দের সঙ্গে মিশে আছে দুর্বিষহ ভীতি। শেভাতাসের সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়ে সেই ভীতির নাচন। দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে। তার সঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ বাজছে নীরবতার বুক চিরে।

ক্ষয় এবং বিচ্ছিন্নতায় মোড়া দানবীয় নিস্প্রাণ স্মৃতিসৌধের মাঝখানে সে দাঁড়িয়েছিল প্রাণময় একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতন। মাথার ওপরে সুবিস্তৃত প্রজ্জ্বলিত নিষ্কলঙ্ক আকাশ। তাতে একটা চিল-শকুন পর্যন্ত নেই। চতুর্দিকে অবহেলায় পড়ে আছে যুগ যুগান্তরের পুরোনো ধ্বংসাবশেষ। অতিকায় সব স্মৃতিস্তম্ভ, যাদের উদ্ধত মাথাগুলো আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে আবহমান কাল ধরে। ধসে যাওয়া প্রাকার-শ্রেণী যেন ঢেউয়ের স্থিরচিত্র, পুরাণে বর্ণিত দানবের আনা প্রকাণ্ড পাথরের ঘনকের শরীরে ভাঙনের ছায়াছবি। ছিন্ন চিত্রপটের বীভৎস কল্পনা আজ ক্ষমাহীন বাতাস আর নির্দয় মরু-ঝড়ে লুপ্তপ্রায়। এ দিগন্ত থেকে ও দিগন্ত পর্যন্ত শুধুমাত্র নিঃসীম নির্জনতা। বিস্তীর্ণ মরুভূমির জনশূন্য বুকটাকে দ্বিখন্ডিত করে চলে গিয়েছে একখানি সুদীর্ঘ শুকনো নদী। সেই সীমাহীন বিস্তারের মাঝখানে ঝকঝকে ধ্বংসাবশেষের মধ্যিখানে স্তম্ভগুলো এমনভাবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে দূর থেকে দেখলে তাকে এক ডুবন্ত জাহাজের ভাঙা মাস্তুল বলে ভ্রম হয়। আর সে সব স্থিরচিত্রকে আঁধারে ডুবিয়ে আকাশের কোলে জেগে আছে এক অতিকায় গম্বুজ— সেই মিনারস্তম্ভের সামনেই দুরুদুরু বুকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে শেভাতাস।

সুপ্রাচীন নদীর পারে কোনো এক কালে খাড়াই পাড় ছিল। সেইখানেই গম্বুজের সুবিশাল মর্মরশোভিত ভিত্তিপ্রস্তর নির্মিত হয়েছিল বহুযুগ আগে। চওড়া সোপান শ্রেণী

লাফিয়ে ওঠা ঘোড়ার সামনে। রাজকুমার কুটামান। তিনি উলঙ্গপ্রায়, একমাত্র কৌপিন সম্বল, বর্ম তাঁর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন, শিরস্ত্রাণে সংঘাতের সুগভীর চিহ্ন আঁকা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শোনিত ধারা বহমান। প্রলয় হুঙ্কার ছেড়ে তিনি হাতে ধরা বর্শার হাতলটা প্রবল বেগে ছুড়ে দিলেন কোনানের মুখাবয়ব লক্ষ করে, এক লাফে ধরে ফেললেন অশান্ত ঘোড়ার লাগমটাকেও। কোনান এই হঠাৎ আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল ক্ষণিকের জন্য, অশ্বপৃষ্ঠে টালমাটাল অবস্থা তার। ওদিকে কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যাকার যোদ্ধা প্রবল শারীরিক জোর খাটিয়ে ঘোড়াটাকে ঠেলাঠেলি করে উত্যক্ত করে তুলছিল। অবশেষে এক দুর্দান্ত হ্রেষারব ছেড়ে ঘোড়াটা ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। বাহন এবং আরোহী

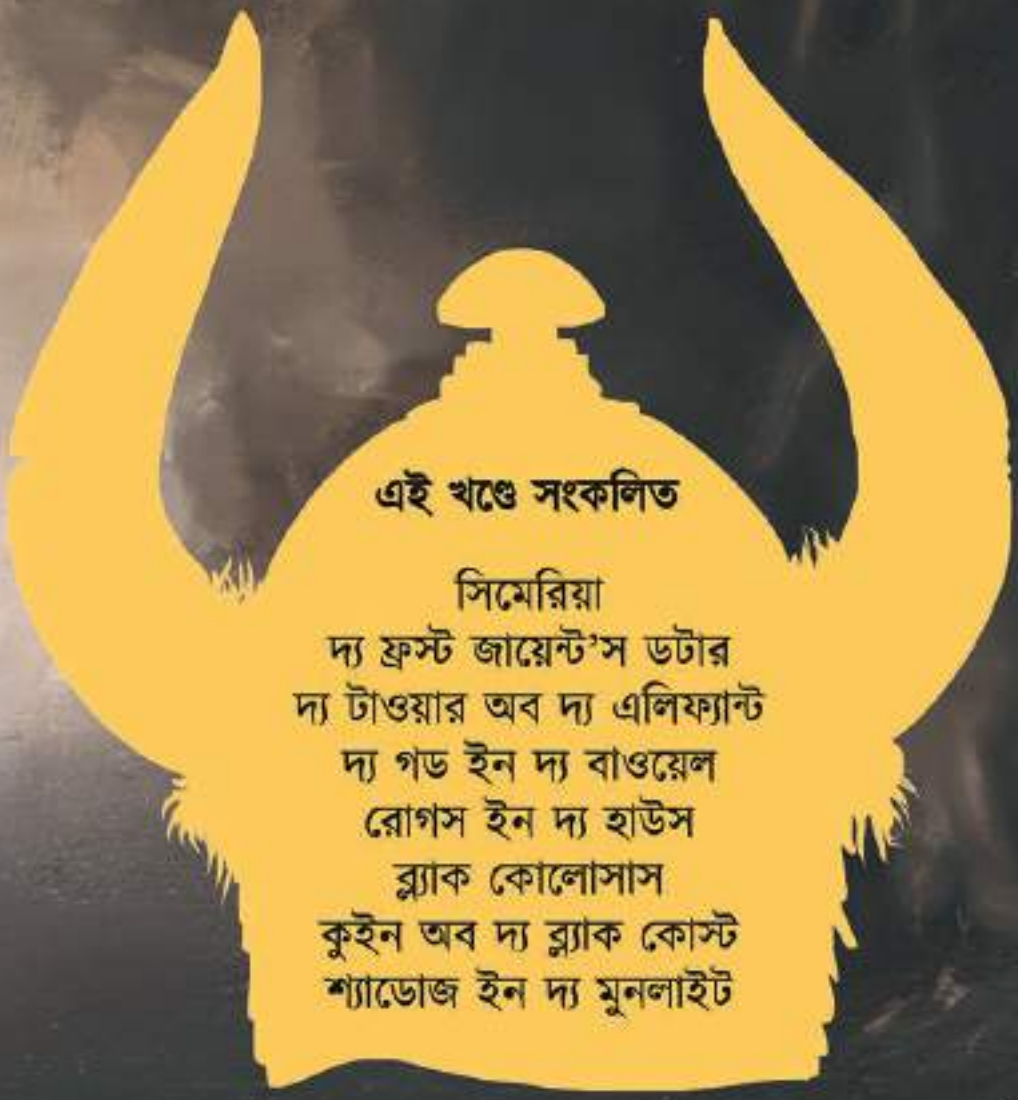

এই খণ্ডে সংকলিত

সিমেরিয়া
দ্য ফ্রস্ট জায়েন্ট'স ডটার
দ্য টাওয়ার অব দ্য এলিফ্যান্ট
দ্য গড ইন দ্য বাওয়েল
রোগস ইন দ্য হাউস
ব্ল্যাক কোলোসাস
কুইন অব দ্য ব্ল্যাক কোস্ট
শ্যাডোজ ইন দ্য মুনলাইট

www.kalpabiswabooks.com
ISBN 978-81-959683-5-0
9 788195 968350
Price : ₹ 400.00